কথোপকথন

ক্যান্টিনের গেটের সামনে স্কুটারটা থামতেই পিছনের সিট থেকে নেমে পড়লো রঞ্জনা।

এক হাতে পার্স ও অন্য হাতে গোটাতিনেক থলি সামলে নিয়ে বললো, "ঠিক আছে, বাড়ি পৌঁছে ফোন করবো তোমায়।"

চন্দন বললো, "সাবধানে যেও। রিক্সাওলাকে বোলো ভিড়ের রাস্তা এড়িয়ে চলতে। দু'টো টাকা বেশী দিও বরং।"

রঞ্জনা ঘাড় নাড়লো। চন্দন হেলমেটটা ঠিক করে নিয়ে স্কুটার চালিয়ে দিলো।

স্বামীর স্কুটার রাস্তার মোড়ে মিলিয়ে যেতেই ক্যান্টিনে ঢুকে পড়লো রঞ্জনা। ভিতরে ঢুকে চক্ষুস্থির হয়ে গেল তার। লম্বা কিউ পড়ে গেছে সামনের হলঘরখানায়, একেবারে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত। রঞ্জনা লাইনের শেষে এসে দাঁড়ালো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরও ক'জন ভিতরে ঢুকে তার পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর্মি অফিসারের স্ত্রী হিসেবে রঞ্জনার গত দশ বছরের অভিজ্ঞতায় এরকম দৃশ্য এই প্রথম। VATএর জন্যে গত তিন মাস ক্যান্টিন বন্ধ ছিল। আজ ক্যান্টিনে ভিড় হবে সেটা রঞ্জনা অনুমান করেছিল। ভিড় থাকলে কেনাকাটা সেরে বেরুবার পথে পেমেন্ট কাউন্টারে লম্বা লাইন পড়ে যায়। কিন্তু ঢুকেই লাইন, তা-ও এত লম্বা! কি ব্যাপার, না বাস্কেট সব ফুরিয়ে গেছে। ভিতরে যারা আগেভাগে ঢুকেছে তাদের কেনাকাটা সারা হলে বিলিং কাউন্টারে বাস্কেট রেখে নিজেদের থলেয় জিনিসপত্র ভরবে। তখন সেই সদ্য খালি হওয়া বাস্কেটগুলো এক এক করে হাতে আসবে লাইনে দাঁড়ানো লোকেদের। এই ব্যবস্থায় যুক্তি আছে। সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে সদ্য খালি হওয়া বাস্কেটগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি না করে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ধৈর্য ধরে নিজের পালা আসার প্রতীক্ষা করাটাই ভদ্র, সভ্য, রুচিসঙ্গত পদ্ধতি। সৈনিকদের এবং সৈনিকদের পরিবারের কাছে এটাই আশা করা যায়।

হঠাৎ রঞ্জনার কানে কর্কশ কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এলো। রঞ্জনা ঘাড় সোজা করে কঠোর শব্দগুলোর উৎস-পানে তাকিয়ে থতমত খেয়ে গেল। একি বিচ্ছিরি ব্যাপার! শাদাচুল মোটাসোটা অশীতিপর (অন্তত তার কাছাকাছি) এক

ভদ্রলোক লাইনে দাঁড়িয়ে লাইনচ্যুত অন্য এক ব্যাক্তিকে প্রচণ্ড বকাবকি করছে। দ্বিতীয় লোকটির বয়স অনেক কম, ষাট পঁয়ষট্টির বেশী নয়। লোকটা একদৃষ্টে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, কোনও প্রতিবাদ না করে।

রঞ্জনা শুনলো অশীতিপর বলে চলেছে, "তোমার নাড়িনক্ষত্র জানা আছে আমার। তোমার মত লোকেদের হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। এক জোড়া দামী জুতো আর বাহারে প্যান্ট-শার্ট পরে হাতে দামী ঘড়ি বেঁধে যদি ভদ্রলোক হওয়া যেতো তবে আর দেশে ছোটলোক বলে কেউ থাকতো না।" পোশাক-আশাক-ঘড়ি প্রত্যেকটি জিনিস আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বললেন কথাগুলো। প্যান্ট-শার্টের উল্লেখ করার সময় লোকটার পেটে একটা খোঁচা দিলেন, খোঁচাটা বেশ জোরেই দিলেন মনে হল। দ্বিতীয় ব্যাক্তি টুঁ শব্দটি না করে একদৃষ্টে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে আছে।

রঞ্জনার কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। প্রথমে ভেবেছিল দ্বিতীয় লোকটা এইবার বুঝি হাত চালাবে, এক ধাক্কায় বৃদ্ধকে মাটিতে ফেলে দেবে। কিন্তু না, লোকটা সেরকম কিছুই করলো না। এক নাগাড়ে অপমানজনক গালাগাল শুনে যেতে লাগলো। ওর চোখে মুখে চাপা উল্লাস ফুটে উঠলো, ঠোঁটের কোনে ছুঁচলো একটা হাসির রেশ।

"ফারগো" সিনেমাটা ক'দিন আগেই দেখেছে রঞ্জনা। তাতে দু'টো খুনে শয়তানের মধ্যে বেশী মারাত্মক যেটা তারও ঠিক এইরকম নির্বিকার নির্লিপ্ত একটা বহিরাবরণ ছিল। এ লোকটা নিশ্চয়ই মনে মনে মতলব ভাঁজছে বুড়োকে নিপাত করার, তাই মজা পাচ্ছে। রোজ রোজ ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার ঘুঘু তব বধিব পরান। যত পারো গালাগাল দিয়ে যাও প্রাণ খুলে। তোমার আর দেরী নেই। ফাঁসানো ভুঁড়ি নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে গলি ঘুঁজির মধ্যে, ব্যস একটু সবুর কর ----। রঞ্জনা ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইলো।

বুড়ো ভদ্রলোক একটা বাস্কেট জোগাড় করে ক্যান্টিনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন।

ঢোকার আগে দ্বিতীয় লোকটাকে হাত নেড়ে বললেন, "ঠিক আছে, আবার দেখা হবে।"

দ্বিতীয় লোকটা মুচকি হাসি হেসে বললো, "শিগ্‌গির দেখা হবে। খুব

শিগ্‌গির।"

রঞ্জনার পালা এবার। খালি বাস্কেটটা নিয়ে ক্যান্টিনে ঢুকে কেনাকাটা করার কথা। রঞ্জনার কেনাকাটা মাথায় উঠেছে তখন। একটা মানুষ মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়ে গেছে। তার জন্য এতটুকু দরদ নেই কারো! এই কি সভ্যভব্য সমাজের নমুনা? রঞ্জনা অন্তত ওদের মত নয়।

হলের এক পাশে টেবিল চেয়ার পেতে ক্যান্টিনের এক ছোকরা কর্মচারী বসে আছে। পেমেন্ট করে বেরোবার সময় খদ্দেরের জিনিসগুলো ফর্দ মিলিয়ে দেখা কাজ তার।

রঞ্জনা তার কাছে গিয়ে গলা ঝেড়ে নিয়ে বললো, "ইয়ে শুনুন, একটা কথা বলবেন? ওই বুড়োমতন ভদ্রলোক অন্য লোকটিকে এত গালিগালাজ করছিলেন কেন? কি হয়েছিল?"

ছোকরা অবাক গলায় শুধোলো, "কে গালিগালাজ করছিল? কোথায়?"

"কেন, ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক। শাদা চুল, শাদা গোঁফ, বেশ মোটা সোটা।"

"উনি হলেন কর্নেল সোমন আর অন্যজন কমাণ্ডার বালকৃষ্ণণ, রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার কমিটির সেক্রেটারী। দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত। সোমন সারের বাবা নাকি দারুণ রাশভারী রাগী লোক ছিলেন। সবাই ভয় পেতো তাঁকে। বাবার কীর্তি কাহিনী শোনাচ্ছিলেন কমাণ্ডার বালকৃষ্ণণকে। আসলে বয়স হলে একটু বাচাল হয়ে যায় লোকে, বকবকানি বেড়ে যায়। সোমন সার শ্রোতা পেলেই বাবার গল্প করেন, কবে কোথায় কাকে তাঁর বাবা বকুনির ঝাড় দিয়ে ফদ্দাফাই করেছিলেন সেই সব কথা। লোকে মনে মনে হয়তো বিরক্ত হয়, কিন্তু বুড়োমানুষটার মনে আঘাত দিতে চায় না কেউ। মুখটি বুজে শুনে যায়। এমন ভাব করে যেন কতই না মজা পাচ্ছে শুনে। কমান্ডার বালকৃষ্ণণ ওই একই ডায়ালগ অন্তত পক্ষে বিশবার শুনেছেন। ওনার মুখ দেখে ধরতে পারবে কেউ?"